দৈনিক ইত্তেফাক

APR 25 2002

দৌলতপুরে উপবৃত্তির সোয়া ১৪ লাখ টাকা ফেরত গেছে

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) থেকে সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসারের গাফিলতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের প্রায় সোয়া ১৪ লাখ টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে অভিভাবক মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে গত বছরের প্রথম ৬ মাসে উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে সর্বমোট ১৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১৪ লাখ ২৪ হাজার ২৫০ টাকার চেক সোনালী ব্যাংক দৌলতপুর শাখায় পাঠানো হয়। চেক পাওয়ার পর সোনালী ব্যাংকের পক্ষ হতে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়, ওই চিঠিতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের নামের তালিকা ব্যাংকে জমা দিয়ে বৃত্তির টাকা উত্তোলনের জন্য বলা হয়। এর জবাবে শিক্ষা অফিসার গত বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অভিভাবকদের নামের তালিকা জমা দেয়া হবে বলে ওই বছর ২০ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে লিখিতভাবে জানান।

শিক্ষা অফিসার ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল অভিভাবকের তালিকা ব্যাংকে জমা না দেয়ায় চলতি বছরের ১৪ মার্চ ব্যাংক ম্যানেজার পুনরায় শিক্ষা অফিসারের নিকট চিঠি পাঠান। চিঠিতে ২১ মার্চ ২০০২-এর মধ্যে তালিকা প্রদান করে টাকা উত্তোলন করার জন্য অনুরোধ জানান। অন্যথায় টাকা ফেরত পাঠানোর কথা বলা হয়। এ চিঠি পাঠানোর ৫ দিন পর ১৭ মার্চ টাকা উত্তোলনের সময় ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য শিক্ষা অফিসার ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট লিখিতভাবে জানান। কিন্তু টাকা প্রদানের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২১ মার্চ উপবৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরত পাঠায়। টাকা ফেরত যাওয়ায় ১৩৮টি বিদ্যালয়ের ১৭ হাজার ২৩০ জন দরিদ্র শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়। এ কারণে অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষা অফিসার গোলাম নবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উপজেলা সদর হতে কয়েকটি বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশী হওয়ায় ওই স্কুলগুলোর অভিভাবক তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে টাকা উত্তোলন করা যায়নি। এ ঘটনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।